দৈনিক খবর

তারিখ 24 NOV 1991
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৪

১৪

উত্তরাঞ্চলে ৮০ শতাংশ সরকারী স্কুলে জাতীয় পতাকা ওড়ে না

● মুকুল মোস্তাফিজ ●

দেশের উত্তরাঞ্চলের ১৬টি জেলার প্রায় ৯ হাজার সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার মান দিন দিন নিম্নমূখী হচ্ছে। উল্লেখিত স্কুল সমূহে প্রয়োজনের তুলনায় শিক্ষক শিক্ষিকা নেই। স্কুলগুলোতে 'দু শিফটে' পাঠদানের নিয়ম থাকলেও কোথাও বাস্তবে তা হচ্ছে না। শিক্ষক শিক্ষিকা যাঁরা আছেন তাঁদের অনুপস্থিতি নিয়মে পরিণত হয়েছে। স্কুল সমূহে সমস্যার অন্ত নেই। ৭০ শতাংশ স্কুলে নেই কোন নলকূপ। ৩২ শতাংশ স্কুলে ছাত্র ছাত্রীদের বসার কোন বেঞ্চ নেই। ২০ শতাংশ স্কুলে নেই কোন পাকা ভবন, ফলে শিশু কিশোর ছাত্র ছাত্রীরা খোলা আকাশের নিচে মাঠে বসে ক্লাস করে। এবং সবচেয়ে অবাক হবার মতো ঘটনা হলো ৮০ শতাংশ স্কুলে জাতীয় পতাকা নেই। এসব স্কুলে বাজে না জাতীয় সংগীত, ওড়ে না জাতীয় পতাকা।

উত্তরাঞ্চলের ১৬টি জেলার ১২৩টি উপজেলায় সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ৮ হাজার ৯শ' ৮০টি। এসব বিদ্যালয়ে বর্তমানে ৩৮ হাজার ৪শ' ৬৫ জন শিক্ষক শিক্ষিকা চাকরিরত আছেন। প্রতিটি বিদ্যালয়ে কমপক্ষে ৫ জন শিক্ষক শিক্ষিকা থাকার কথা এবং এটাই প্রয়োজন। সে হিসেবে শিক্ষক শিক্ষিকার সংখ্যা হবার কথা ৪৪ হাজার ৯শ' জন। কিন্তু বাস্তবে তা নেই। এ অঞ্চলে প্রয়োজনের তুলনায় এখনও ৬ হাজার ৪শ' ৩৫ জন শিক্ষক শিক্ষিকা কম রয়েছে।

৪ –এর পাতায় দেখুন

উত্তরাঞ্চলে

প্রথম পৃষ্ঠার পর

উত্তরাঞ্চলের ১৬টি জেলার সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়-এর সংখ্যা হলো- রাজশাহী জেলার ৯টি উপজেলায় সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে ৫৩৬টি এবং কর্মরত শিক্ষক শিক্ষিকা রয়েছেন ২ হাজার ২৯৭ জন। নওগাঁ জেলার ১১টি উপজেলার মোট বিদ্যালয়ের সংখ্যা ৭৭২টি সেখানে কর্মরত শিক্ষকের সংখ্যা ৩ হাজার ১৩৮।

নাটোর জেলার ৬টি উপজেলায় বিদ্যালয় রয়েছে ৩৯৪টি- শিক্ষক সংখ্যা ১ হাজার ৭০৭ জন।

রংপুর জেলার ৮ উপজেলায় বিদ্যালয় রয়েছে ২ হাজার ৯১০ জন এবং কর্মরত শিক্ষকের সংখ্যা ২ হাজার ৯১০ জন।

চাঁপাই নবাবগঞ্জ জেলার ৫টি উপজেলায় বিদ্যালয় রয়েছে ৩৫৯টি, সেখানে শিক্ষকের সংখ্যা ১ হাজার ৭১১ জন। গাইবান্ধা জেলার ৭টি উপজেলায় বিদ্যালয় রয়েছে ৭২৩টি, শিক্ষকের সংখ্যাঃ ২ হাজার ৯৯২।

নিলফামারী জেলার ৫টি উপজেলায় বিদ্যালয় রয়েছে ৬৬৮টি এবং শিক্ষক সংখ্যা ১ হাজার ৯০৭ জন। কুড়িগ্রাম জেলার ৯টি উপজেলায় বিদ্যালয় রয়েছে ৫৩৯টি এবং শিক্ষকের সংখ্যা ২ হাজার ৫১৬। লালমনির হাট জেলার ৫টি উপজেলায় বিদ্যালয় রয়েছে ২৯১টি এবং শিক্ষক রয়েছেন ১ হাজার ১৭৪ জন। দিনাজপুর জেলার ১৩টি উপজেলার বিদ্যালয় সংখ্যা ৮২৮, এবং শিক্ষক রয়েছেন ৩ হাজার ২১০ জন। ঠাকুর গাঁ জেলার ৫টি উপজেলায় বিদ্যালয় সংখ্যা ৪০৭, এবং সেখানে শিক্ষকের সংখ্যা ১ হাজার ৪২৬ জন। পঞ্চগড় জেলার ৫টি উপজেলায় বিদ্যালয় রয়েছে মোট ৩০০টি এবং শিক্ষক সংখ্যা ১ হাজার ৪০ জন। বগুড়া জেলার ১১টি উপজেলার বিদ্যালয় সংখ্যা ৯৩৭টি এবং শিক্ষক সংখ্যা ৩ হাজার ৯০০ জন। জয়পুর হাট জেলার ৫টি উপজেলায় বিদ্যালয় রয়েছে ২৫৪টি এবং সেখানে শিক্ষকের সংখ্যা ১ হাজার ১৪ জন। পাবনা জেলার ৯টি উপজেলায় বিদ্যালয় রয়েছে ৬৪৪টি এবং শিক্ষক সংখ্যা ৩ হাজার ৩৮০ জন। সিরাজগঞ্জ জেলার ৯টি উপজেলায় মোট বিদ্যালয়ের সংখ্যা ৮৬০টি এবং শিক্ষক রয়েছেন ৪ হাজার ১৪৩ জন।

প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহ হলো আমাদের দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার প্রথম ধাপ। শিক্ষার প্রথম ধাপেই দেশের লাখ লাখ শিশু কিশোর ছাত্র-ছাত্রীরা হচ্ছে অবহেলিত। শিক্ষার নামে তারা যা শিখছে তা উল্লেখ করার মতো নয়। এ ছাড়াও লাখ লাখ ছাত্র-ছাত্রীর প্রাথমিক স্বাস্থ্য রক্ষার প্রয়োজনে যা করণীয় তা করা হচ্ছে না।

বেশীরভাগ বিদ্যালয়গুলোতে চরম অবহেলার কারণে শিশু কিশোর ছাত্র-ছাত্রীরা তৃষ্ণা পেলে পানিও পান করতে পারে না।

উত্তারাঞ্চলের বিভিন্ন মহল সরকারী প্রাথমিক স্কুলসমূহে বিরাজমান সমস্যা সমাধানে এগিয়ে আসার জন্য শিক্ষা বিভাগের প্রতি দাবী জানিয়েছেন।

33